রাত ৮ টার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দোকান-পাট বন্ধের আহবান

চেম্বার ডেস্ক:: রাত ৮ টার মধ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দোকান-পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার আহবান জানালেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

নিয়মিত সাপ্তাহিক সরেজমিন পরিদর্শনের অংশ হিসেবে তিনি আজ বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর টিকাটুলিস্থ শেরে বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দশ তলা-বিশিষ্ট শেখ হাসিনা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস বলেন, আমরা একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় শহরটাকে নিয়ে আসতে চাই। আমরা রাত ৮টার মধ্যে সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট বন্ধ করতে চাই। বহির্বিশ্বে দেখি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা – বিভিন্নক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক সেই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। আমরা মনে করি ঢাকাবাসীর জন্য ঢাকা শহরের দোকান-পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রাত আটটার মধ্যে বন্ধ করলে আমাদের সামগ্রিক কার্যক্রম একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে পারব।

আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ করা হলে ঢাকা শহর যানজট হতে অনেকটা মুক্তি পাবে, পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারব, সন্তানদেরকে সময় দিতে পারব যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস আরও বলেন, আমাদের সন্তানদেরকে যদি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে সকল পিতা-মাতার সন্তানের সাথে সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা অনেক সময় সেটা ভুলে যাই, সেটা খেয়াল করিনা। আমরা ক্লান্ত হয়ে বাসায় যাই, নিজেদের মতো করে হয়তোবা আমরা ঘুমিয়ে পরি বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। কিন্তু সন্তানদের সাথে সময় দেওয়া যে কোন জাতি গঠনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সকল কিছু বিবেচনা করে আমরা রাত ৮টা পর্যন্ত দোকান-পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার জন্য সময় নির্ধারণ করেছি। এটি কার্যকর

করার জন্য আমি সকলের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এর আগে সকালে আজিমপুর আধুনিক নগর মার্কেটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ডিএসসিসি ব্যারিস্টার শেখ তাপস বলেন, আজকের এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে এই মার্কেটের কাজ আরম্ভ করছি। এখানে ক্ষণগণনা ফলক থাকবে। ইনশাআল্লাহ আমরা নির্দিষ্ট ২ বছর সময়ের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারি সেজন্য এখানে আমরা ক্ষণগণনা ফলক দিয়ে দেব।

এ সময় সাংবাদিকদের গণশৌচাগার নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে ডিএসসিসি মেয়র বলেন, আমরা এরই মাঝে ওয়ার্ডভিত্তিক কতগুলো গণশৌচাগার প্রয়োজন, কোন কোন ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয়তা বেশি সেটার সমীক্ষা করছি। আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে অন্ততপক্ষে একটি করে গণশৌচাগার করব। যে সমস্ত এলাকায় জনসাধারণের যাতায়াত বেশি, সেখানে আমরা বেশি করে গণশৌচাগার করব। এজন্য আমরা এরই মাঝে প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি এবং প্রকৌশল বিভাগ একটি প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সমীক্ষা করছে।

এছাড়াও ডিএসসিসি মেয়র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গলি, রাজধানী মার্কেট এলাকা ও মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ কমিউনিটি সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং এন টি আর এস (জাতীয় যক্ষ্মা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র) এর পুকুরে হাঁস অবমুক্ত করেন।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি, ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিম, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী, প্রধান প্রকৌশলী রেজাউর রহমান, ২৫ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডগুলোর কাউন্সিলরবৃন্দ ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরগণ, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাসেল সাবরিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আরিফুল হক অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।